চট্টগ্রাম সোমবার ৩ জানুয়ারি ২০২২

দৈনিক পূর্বকোণ

দেশসেরা আঞ্চলিক পত্রিকা

৩৬তম বর্ষ ৩১২তম সংখ্যা।। ১৯ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ।। ২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৩ হিজরি।। Monday 3 January 2022 ।। ৮

বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য 'ওয়েস্টার্ন মেরিন'র নবনির্মিত টাগ বোট কাণ্ডারী-৬ উদ্বোধন শেষে পরিদর্শন করেন নৌ-প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপিসহ অতিথিবৃন্দ। ● পূর্বকোণ

উদ্বোধন করলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

নতুন বছরে বন্দরের উপহার ৩১৬ কোটি টাকার ৪ প্রকল্প

■ সার্ভিস জেটি, টাগ বোট, ওভার ফ্লো ইয়ার্ড ও সুইমিং কমপ্লেক্সের যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

নতুন বছরের শুরুতেই চট্টগ্রাম বন্দর উপহার দিয়েছে প্রায় ৩১৬ কোটি টাকার ৪ প্রকল্প। এর মধ্য দিয়েই নতুন বছরের যাত্রা শুরু করেছে দেশের অর্থনীতির স্বর্ণদ্বার চট্টগ্রাম বন্দর। বন্দরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক কনটেইনার, কার্গো ও জাহাজ হ্যান্ডলিং করে রেকর্ড গড়লেও নতুন এই বছর পুরোনো সব ইতিহাসকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী।

গতকাল রবিবার সকালে নগরীর বারিক বিল্ডিং সংলগ্ন চট্টগ্রাম বন্দরের ১ নম্বর গেটে নবনির্মিত সার্ভিস জেটির উদ্বোধন ও বন্দরের ক্রয় করা নতুন জাহাজ কান্ডারি-৬ হস্তান্তর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, চট্টগ্রাম ইতিমধ্যে ওভার ফ্লো ইয়ার্ডে যুক্ত হয়ে বন্দরের পরিধি বৃদ্ধি করেছে। কান্ডারি-৬ জাহাজ যুক্ত হয়ে বিদেশি জাহাজ ভেড়ানোর কাজে গতি পাবে। নতুন ক্রেন যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে পণ্য ওঠানামা বাড়বে। সর্বপোরি এবছরের মাঝামাঝি পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল চালু হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রমে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসবে। তাই নতুন বছরটি চট্টগ্রাম বন্দরে কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিল চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডি

● ৪র্থ পৃষ্ঠার ৭ম ক.

নতুন বছরে বন্দরের উপহার

● ১ম পৃষ্ঠার পর

মরাল এম শাহজাহান, ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপ ইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্যাপ্টেন সোহেল হাসান, চট্টগ্রাম বন্দরের সকল বোর্ড সদস্য, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেরিন একাডেমির কমান্ডেন্ট, বন্দরের সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বন্দর সিবিএ ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী সুইচ টিপে কান্ডারী-৬ টাগবোটের নামফলক উন্মোচন করে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, পিসিটি-বে টার্মিনাল-মাতারবাড়ী হাতছানি দিচ্ছে। এসব চালু হলে দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি চট্টগ্রাম বন্দর হবে এশিয়ার আরেকটি ট্রান্সশিপমেন্ট হাব।

এসময় বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান বলেন, জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সমন্বয় করে বন্দরকে করোনাকালে ২৪ ঘণ্টা চালু রাখা হয়েছিল। বিশ্বে তখনও নামকরা বন্দরগুলো ছিল স্থবির। করোনায় প্রাণ দিয়ে বন্দর চালু রাখার সুফলও মিলেছে। বন্দর তার ইতিহাসের সব রেকর্ড অতিক্রম করে নতুন ইতিহাস গড়েছে। এর পেছনে অবদান আছে অফডক, শিপিং এজেন্ট, এমএলও, ফিডার সার্ভিস অপারেটর, বার্থ ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর ও বন্দরের শ্রমিকদের। তিনি আরো বলেন, বন্দরে জাহাজের ওয়েটিং টাইম এখন জিরো। জাহাজ এসে সরাসরি জেটিতে ভিড়ে। আমরা ইউরোপের সাথে সরাসরি জাহাজ চালু করছি। এসব চট্টগ্রাম বন্দরকে বর্হিবিশ্বে ঈর্ষণীয় পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ওয়েস্টার্ন মেরিনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্যাপ্টেন সোহেল হাসান বলেন, আমরা চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য কান্ডারি-৬ জাহাজ নির্মাণ করে হস্তান্তর করতে পেরে আনন্দিত। আমাদের সক্ষমতা আছে। বিদেশিদের জাহাজও আমরা তৈরি করি। ভবিষ্যতে আমাদের উপর আস্থা রেখে জাহাজ নির্মাণে দায়িত্ব পেতে চাই।

পরে প্রতিমন্ত্রী সার্ভিস জেটি থেকে ওভার ফ্লো ইয়ার্ড উদ্বোধন করতে নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালে যান, সেখান থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের নব নির্মিত সুইমিং পুল কমপ্লেক্স উদ্বোধন করতে বন্দর স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলকায় যান। বন্দরের উদ্বোধন হওয়া চারটি প্রকল্পের মধ্যে একটি হলো সার্ভিস জেটি। প্রায় ৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের নিজস্ব অর্থে এই জেটি নির্মাণ করা হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ২২০ মিটার, প্রস্থ ২০ মিটার ও ড্রাফট সাড়ে ৫ মিটার। জেটিতে অনায়াসে ২২০ মিটার দীর্ঘ ভিড়তে পারবে। ছোট জাহাজ হলে বেশ কয়েকটি একসঙ্গে ভিড়ানো যাবে। জেটি ছাড়াও দুই হাজার ৬৫০ বর্গফুটের তিনতলা একটি অফিস ভবন, ৩ হাজার বর্গফুটের স্টিল কাঠামোর একটি ওয়্যার হাউস, ২ হাজার ১০০ ঘন মিটারের একটি পানির রিজার্ভার, ২২২ মিটার লম্বা ৮ ফুট উঁচু রিটেইনিং ওয়াল, রিভার ব্যাংক ও শোর প্রোটেকশন, ড্রেনেজ সিস্টেম, ৫০০ কেভির বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন, ১০০ ফুট উঁচু সিগন্যাল টাওয়ারও নির্মিত হয়েছে। এদিকে বর্তমানে ৭টি টাগবোট চলমান থাকলেও নতুন টাগবোট কান্ডারি-৬ সহ চট্টগ্রাম বন্দরের অধীনে মোট টাগবোটের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৮টিতে। নতুন এই টাগবোট সক্ষমতা ৪০টি বিপি (বলর্ড পুল - জাহাজের শক্তির একক)। এর গভীরতা ৩ দশমিক ৭৫ মিটার এবং লম্বায় ৩৩ মিটার। এটি নির্মাণ করতে বন্দরের খরচ হয়েছে ৩৭ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। প্রকল্পের আরেকটি হলো নিউমুরিং ওভারফ্লো কনটেইনার ইয়ার্ড। নগরীর ইপিজেড সংলগ্ন ফ্রি পোর্ট মোড়ের নেভি কলোনি বিপরীতে পুরাতন লেবার কলোনি'র জায়গায় বন্দর কর্তৃপক্ষ নির্মাণ করেছে 'নিউমুরিং ওভারফ্লো কনটেইনার ইয়ার্ড'। যার আয়তন প্রায় ৩৭ একর। ওই জায়গায় একটি সিএফএস সেড ছাড়াও বন্দরের কাজে ব্যবহারে জন্য চারটি ভবনও নির্মাণ করা হয়েছে। এই ইয়ার্ডে প্রায় ৮ হাজার কনটেইনার রাখা যাবে। দুই ধাপে এটি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৭৬ কোটি ১৩ লাখ টাকা।

অন্যদিকে অত্যাধুনিক সুইমিং পুলটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৬ কোটি টাকা। সোয়া একর জায়গার উপর নির্মাণ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের বন্দর সুইমিং কমপ্লেক্স যাতে রয়েছে আলাদা দুইটি সুইমিং পুল। সুইমিং কমপ্লেক্সের প্রবেশপথের পাশে তৈরি করা হয়েছে একটি বাস্কেটবল ও টেনিস কোর্ট। যাতে ব্যায় হয়েছে ৩ কোটি ৩৩ লাখ টাকা।

দৈনিক
আজাদী
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র
প্রতিষ্ঠাতাঃ আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক

সোমবার | ৩ জানুয়ারি ২০২২ | www.edainikazadi.net রেজিঃ নং-চ-৫৪ | ৬২তম বর্ষ ১১৯ সংখ্যা | ১৯ পৌষ ১৪২৮ সাল | ২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৩ হিজরি | ৮ পৃষ্ঠা | ৬ টাকা

সার্ভিস জেটি পরিদর্শন করছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ও বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহানসহ অতিথিবৃন্দ –আজাদী

চট্টগ্রামে নৌ প্রতিমন্ত্রী

বে টার্মিনালে অনেক দূর এগিয়েছি

মাতারবাড়ী, পতেঙ্গা কন্টেনার ইয়ার্ডে অনেকেরই আগ্রহ
টাগবোট, সার্ভিস জেটি ও ওভার ফ্লো ইয়ার্ডসহ কয়েকটি প্রকল্প উদ্বোধন

আজাদী প্রতিবেদন

নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, মাতারবাড়ী, বে টার্মিনাল ও পতেঙ্গা কন্টেনার ইয়ার্ডের ব্যাপারে অনেকেরই আগ্রহ আছে। অনেকেই প্রপোজাল দিয়েছে। এগুলো স্টাডি করে দেখছি। তবে বে টার্মিনাল কাজের ব্যাপারে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি। ভূমি অধিগ্রহণে কিছুটা দুর্বলতা দেখতে পাচ্ছি। বন্দর কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলে দ্রুতই এসব সমস্যার সমাধান করা হবে। ২০২৪-২৫ সালে অপারেশনাল কাজে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। বে টার্মিনালের কিছুটা অংশ বন্দর কর্তৃপক্ষ করবে। বাকিটা পিপিপি মডেলে করব। যারা আগ্রহী তাদের মধ্যে অনেকেই প্রপোজাল দিয়েছে। আমাদের কার্যক্রম চলছে। কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে ডিপি ওয়ার্ল্ড, রেড সি গেটওয়ে, আদানি, সিঙ্গাপুর পোর্ট অথিরিটি, ডেনমার্ক, তুরস্ক ও ফ্রান্স।

গতকাল রোববার চট্টগ্রাম বন্দরে ওভার ফ্লো ইয়ার্ড উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, যেখানে দেশের স্বার্থ, বন্দরের স্বার্থ সংরক্ষণ হবে আমরা সে জায়গায় হাঁটব। দেশের স্বার্থহানি হোক, দেশের স্বার্থ কোনো জায়গায় ঘাটতি দেখা দেবে, সে জায়গায় আমরা হাঁটব না। বন্দর ও দেশের স্বার্থ আমাদের প্রথম দেখতে হবে। এর আগে সকালে চট্টগ্রাম বন্দরে সার্ভিস জেটিতে কাণ্ডারী ৬ টাগবোট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া তিনি সার্ভিস জেটির ফলক উন্মোচন করেন। তিনি *৫ম পৃষ্ঠার ৭ম কলাম*

বে টার্মিনালে অনেক দূর

১ম পৃষ্ঠার পর

বলেন, করোনা মহামারির মধ্যেও চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম একেবারে স্বাভাবিক ছিল। এখনো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বন্দরে যেখানে জট লেগে আছে, সেখানে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যতিক্রম। তিনি বলেন, গত বছর এই বন্দরে ইতিহাসে রেকর্ড পরিমাণ কন্টেনার হ্যান্ডলিং হয়েছে। কার্গো হ্যান্ডলিং ও জাহাজ আসার সংখ্যাও বেড়েছে। আজকে (গতকাল) একটি অত্যাধুনিক টাগবোট, সার্ভিস জেটি ও ওভার ফ্লো ইয়ার্ডসহ কয়েকটি প্রকল্প উদ্বোধন করা হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে বন্দরের সক্ষমতা আরও বাড়বে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। করোনাকালে বন্দরে এসে আপনাদের সংকল্প দেখেছি দেশকে এগিয়ে নেয়ার। বন্দরের অনেক সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে, সেগুলো পালন করেছে। এ বন্দর দেশের সব জনগোষ্ঠীর। শ্রমিকরা শ্রম দিয়েছেন, মুনাফা হয়েছে। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় সেই মুনাফার অংশ দিয়েছে।

নৌ প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার প্রধান দেশরত্ন শেখ হাসিনা ১২ বছর ধারাবাহিক দেশ পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। তিনি তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের অগ্রগতি, অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। অনেক ধনী দেশ মুখ থুবড়ে পড়েছে শুধু নেতৃত্বের কারণে। বঙ্গবন্ধু না হলে আমাদের স্বাধীন সত্তা থাকত না। অনেক নেতা ছিলেন, বঙ্গবন্ধুই পথ দেখিয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মেরিটাইম নিয়ে ভেবেছিলেন, আইন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি সাড়ে তিন বছরে দেড়শ আইন করেছিলেন দেশকে এগিয়ে নিতে। বঙ্গবন্ধু ভিত্তি রচনা করে দিয়েছিলেন সোনার বাংলার। চুয়াত্তর সালে বাসন্তীকে জাল পরিয়ে ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল দেশকে অন্ধকারে ঠেলে দিতে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল সপরিবারে। শিশু রাসেলকে হত্যা করা হয়েছিল। কী নির্মম, কী পৈশাচিক! এ হত্যাকাণ্ড জায়েজ করতে জিয়া এরশাদ খালেদা অনেক অপকর্ম করেছে, কিন্তু পারেনি। লুটেরা, স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতে অর্থনীতি তুলে দেয়া হয়েছে। আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যাকাণ্ড হয়েছে, একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান বলেন, জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সমন্বয় করে বন্দরকে করোনাকালে ২৪ ঘণ্টা ৭ দিন চালু রেখেছিলাম। তখন বিশ্ব স্থবির ছিল। আমদানি-রপ্তানি নির্বিঘ্ন করতে অফডক, শিপিং এজেন্ট, এমএলও, ফিডার সার্ভিস, সড়কপথে কন্টেনার পরিবহনে করোনাকালে আগে থেকে সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিয়েছি। আমাদের বন্দরে জাহাজের ওয়েটিং টাইম এখন জিরো। এতে করে ফরেন কারেন্সি সাশ্রয় হচ্ছে। জাহাজ ভাড়া এবং ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম কমে গেছে। আমরা পণ্য হ্যান্ডলিংয়ে ১৩৫ বছরের রেকর্ড ভেঙেছি। এ বছর ৩২ লাখ ১৪ হাজারের বেশি কন্টেনার হ্যান্ডলিং করেছি। সক্ষমতা বাড়িয়েছি কন্টেনার ধারণক্ষমতার। দুই-তিন মাসের মধ্যে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল উদ্বোধন করতে পারব। বে টার্মিনাল হলে বড় জাহাজ দিন-রাত ভিড়তে পারবে। মাতারবাড়ী সমুদ্র বন্দর হবে ডিপ সি পোর্ট। ইউরোপের সঙ্গে সরাসরি কন্টেনার পরিবহন শুরু করেছি আমরা। এতে ভাড়া ও সময় সাশ্রয় হবে। অনুষ্ঠানে ওয়েস্টার্ন মেরিনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্যাপ্টেন সোহেল হাসান বলেন, আমরা আনন্দিত কাণ্ডারী ৬ হস্তান্তর করতে সক্ষম হয়েছি। জাহাজ নির্মাণশিল্পে অনেক ব্যাকওয়ার্ড শিল্প গড়ে উঠেছে। দেশি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সুযোগ দিলে আমরা পারব। তিনি বিল্ডার্স সনদ, রেপ্লিকা, ক্রেস্ট হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বন্দর সচিব মো. ওমর ফারুক। উপস্থিত ছিলেন বন্দরের সদস্য মো. জাফর আলম।

চট্টগ্রাম প্রতিদিন

পিসিটি, বে টার্মিনাল, মাতারবাড়ী হাতছানি দিচ্ছে: খালিদ মাহমুদ

সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

আপডেট: ১১৪২ ঘণ্টা, জানুয়ারি ২, ২০২২

চট্টগ্রাম: নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি, গেটওয়ে চট্টগ্রাম বন্দর। পিসিটি, বে টার্মিনাল, মাতারবাড়ী হাতছানি দিচ্ছে।

মেরিটাইম সেক্টরে নেতৃত্ব দেবে চট্টগ্রাম বন্দর।

করোনাকালে বন্দরে এসে আপনাদের সংকল্প দেখেছি দেশকে এগিয়ে নেওয়ার। বন্দরের অনেক সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে, সেগুলো পালন করেছে। এ বন্দর দেশের সব জনগোষ্ঠীর। শ্রমিকরা

শ্রম দিয়েছেন, মুনাফা হয়েছে। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় সেই মুনাফার অংশ দিয়েছে।

রোববার (২ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় বারিক বিল্ডিং মোড় এলাকায় সার্ভিস জেটিতে বন্দরের জন্য কেনা কাণ্ডারী ৬ টাগবোট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।

নৌ প্রতিমন্ত্রী বলেন, সঠিক নেতৃত্ব পেয়েছি বলেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। বন্দরে বিদেশি প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগে ধরনা দিচ্ছে।

তিনি বলেন, বন্দর গতিশীল হয়েছে। সরকার প্রধান দেশরত্ন শেখ হাসিনা ১২ বছর ধারাবাহিক দেশ পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। তিনি তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের অগ্রগতি অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। অনেক ধনী দেশ মুখ থুবড়ে পড়েছে শুধু নেতৃত্বের কারণে। বঙ্গবন্ধু না হলে আমাদের স্বাধীন সত্তা থাকতো না। অনেক নেতা ছিলেন, বঙ্গবন্ধুই পথ দেখিয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মেরিটাইম নিয়ে ভেবেছিলেন, আইন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি সাড়ে তিন বছরে দেড়শ আইন করেছিলেন দেশকে এগিয়ে নিতে। বঙ্গবন্ধু ভিত্তি রচনা করে দিয়েছিলেন সোনার বাংলার।

তিনি বলেন, চুয়াত্তর সালে বাসন্তীকে জাল পরিয়ে ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল দেশকে অন্ধকারে ঠেলে দিতে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল সপরিবারে। শিশু রাসেলকে হত্যা করা হয়েছিল। কী নির্মম, কী পৈশাচিক। এ হত্যাকাণ্ড জায়েজ করতে জিয়া এরশাদ খালেদা অনেক অপকর্ম করেছে, কিন্তু পারেনি। লুটেরা, স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতে অর্থনীতি তুলে দেওয়া হয়েছে। আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যাকাণ্ড হয়েছে, একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা হয়েছে।

এসময় তিনি সইচ টিপে কাণ্ডারী ৬ টাগবোটের নামফলক উদ্বোধন করেন।

বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান সভাপতির বক্তব্যে বলেন, বন্দর নিরলস কাজ করছে দেশের উন্নয়নের জন্য। জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সমন্বয় করে বন্দরকে করোনাকালে ২৪ ঘণ্টা ৭ দিন চালু রেখেছিল। তখন বিশ্ব স্থবির ছিল। আমদানি রফতানি নির্বিঘ্ন করতে অফডক, শিপিং এজেন্ট, এমএলও, ফিডার সার্ভিস, সড়কপথে কনটেইনার পরিবহনে করোনাকালে আগে থেকে সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিয়েছি। আমাদের বন্দরে জাহাজের ওয়েটিং টাইম জিরো। ফরেন কারেন্সি সাশ্রয় হচ্ছে। জাহাজ ভাড়া, ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়াম কমে গেছে। আমরা পণ্য হ্যান্ডলিংয়ে ১৩৫ বছরের রেকর্ড ভেঙেছি, এ বছর ৩২ লাখ ১৪ হাজারের বেশি কনটেইনার হ্যান্ডলিং করেছি। সক্ষমতা বাড়িয়েছি কনটেইনার ধারণক্ষমতা। দু-তিন মাসের মধ্যে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল উদ্বোধন করতে পারবো। বে টার্মিনাল হলে বড় জাহাজ দিন-রাত ভিড়তে পারবে। মাতারবাড়ী সমুদ্র বন্দর হবে ডিপ সি পোর্ট। ইউরোপের সঙ্গে সরাসরি কনটেইনার পরিবহন শুরু করেছি আমরা। এতে ভাড়া ও সময় সাশ্রয় হবে।

তিনি বলেন, জাতির পিতার নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে আমি বন্দর চেয়ারম্যান হতে পেরেছি। দেশের অর্থনীতির সোপান চট্টগ্রাম বন্দরকে রাশিয়ার সহযোগিতায় মাইনমুক্ত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি জানতেন, অর্থনীতির চালিকাশক্তি বন্দর।

ওয়েস্টার্ন মেরিনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্যাপ্টেন সোহেল হাসান বলেন, আমরা আনন্দিত কাণ্ডারী ৬ হস্তান্তর করতে সক্ষম হয়েছি। জাহাজ নির্মাণশিল্পে অনেক ব্যাকওয়ার্ড শিল্প গড়ে উঠেছে। দেশি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সুযোগ দিলে আমরা পারবো। তিনি বিল্ডার্স সনদ, রেপ্লিকা, ক্রেস্ট হস্তান্তর করেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বন্দর সচিব মো. ওমর ফারক। উপস্থিত ছিলেন বন্দরের সদস্য মো. জাফর আলমসহ নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ও বন্দরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিএসসির এমডি, মেরিন একাডেমির কমান্ড্যান্ট, বন্দর সিবিএ নেতৃবৃন্দ, বন্দর ব্যবহারকারীরা।

>> চট্টগ্রাম বন্দরের সার্ভিস জেটি উদ্বোধন

বাংলাদেশ সময়: ১১২৫ ঘণ্টা, জানুয়ারি ০২, ২০২২
এআর/এসি/টিসি